দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 14 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

নারায়ণগঞ্জের বক্তাবলীতে নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন আন্দোলন

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও শিক্ষাঙ্গনগুলোর পরিবেশ শিক্ষার অনুকূল করে তুলতে একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন তথা গণসচেতনতা অপরিহার্য। নারায়ণগঞ্জের বক্তাবলীতে কানাইনগর ছোবহানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সিনিয়র শিক্ষকের স্থানীয় বখাটে যুবক কর্তৃক ছুরিকাহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। জানা যায় গত ৩ অক্টোবর সিনিয়র শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে ছুরিকাহত হন।

বখাটে যুবক খবির উদ্দিন খবু স্কুলের ছাত্রীদের উত্যক্ত করতো, এ ঘটনা শিক্ষকদের জানালে শিক্ষকরা খবুকে স্কুল এলাকায় প্রবেশ করতে নিষেধ করায় খবু প্রকাশ্য হুমকি দিয়ে ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে এ ঘটনা ঘটায়। ঘটনার দু'দিনের মধ্যে খবু গ্রুপের অন্যতম সদস্য নুরুল ইসলাম জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ে জেল হাজতে গেলেও মামলার প্রধান আসামী খবির উদ্দিন খবু ধরা না পড়ায় এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় স্কুল মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রিত হয়ে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল-মিটিং চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা গড়ে তুলেছে 'নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন' আন্দোলন নামের সংগঠন। গত ১০ অক্টোবর নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন আন্দোলনের ব্যানারে প্রাক্তন ছাত্ররা প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা ৩ অক্টোবরকে নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন দিবস হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য কেএস হাইস্কুলের শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদের প্রতি আহবান জানান। এবং অবিলম্বে খবুসহ অন্যান্য সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী জানান। অন্যথায় প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কানাইনগর ছোবহানিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব আলাউদ্দিন বারী প্রাক্তন ছাত্রদের সন্ত্রাসবিরোধী আন্দোলনে নিজের সমর্থনের কথা জানান এবং তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে বিগত সরকারের আমলে সরকারী সমর্থনপুষ্ট চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের হাতে স্থানীয় বক্তাবলী ইসলামীয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ আবদুল গণি হুজুরের মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনার কোন বিচার বা মামলা না হওয়ায়ও প্রতিবাদসভায় ছাত্র-শিক্ষকরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রবীণ অধ্যক্ষ হাসপাতাল বেডে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে গেলেও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আজও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমানে এলাকায় সন্ত্রাসবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দিয়েছে বলে জানা যায়।

❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট